মাইক পরদিন সকাল ঠিক দশটায় এসে হাজির হল। আজ পরিপাটি হয়ে এসেছে, তার পক্ষে যতটুকু পরিপাটি হওয়া সম্ভব। দেখেই বোঝা গেল গত রাতে তার পেটে খুব বেশী মদ পড়ে নি। শরীর থেকে তার ভুর ভুর করে মদের গন্ধ বের হচ্ছে না। ব্যাপারটা দেখে মনে মনে একটু মজাই পেল মিজান। ব্যাটাকে এতোকাল ধরে বলছে একটু ঠিকঠাক হতে, পাত্তাই দেয় না। জুলেখার হাতে নাস্তানাবুদ হয়ে একেবারে সিধা হয়ে গেছে। তার ভীতচকিত চাহনি দেখে মনের মধ্যে হাসি কুলকুলিয়ে উঠল। সে একাই যে শুধু জুলেখার ভয়ে জড়সড় হয়ে নেই, এটা দেখে ভালো লাগল। মাইক তার চেয়ে বেশ মোটাসোটা, বলশালী। এক প্লেটের বাড়ি খেয়ে তারই এমন করুন অবস্থা! অন্যদিন কাজ শুরু করবার আগে কিছুক্ষন গলা চড়িয়ে মিজানের সাথে নানা বিষয় নিয়ে গল্প-সল্প করে মাইক, আজ তার ধার দিয়েও গেল না। সোজা চেইন স' বের করে আগের দিনের অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে লেগে গেল। কম করে হলেও ঘন্টা তিন চারের কাজ বাকী আছে। মিজান তাকে একনিষ্ট মন কাজ করতে দেখে বাসার ভেতরে চলে এলো। জুলেখা সকালে নাস্তা বানিয়েছিল। তার মনও আজকে মনে হচ্ছে ফুরফুরে হয়ে আছে। আগের রাতের ঘটনা সে তোলে নি। মিজানও না। জুলেখার ভেতরে কি রহস্যময় খেলা চলছে কে জানে। তার ভেতরের দুটি স্বত্তার কোনটি কখন কি করছে, বোঝার কোন উপায় মিজানের নেই। সে ধারনা করে নিয়েছে জুলেখা বিনীত এবং ভদ্র; চাঁদনী উচ্ছল, তেজী, রাগী।

নিজের ঘরে এসে ল্যাপটপ খুলে বসল মিজান। ইমেইল চেক করল। রাজ্যের হাবিজাবি ইমেইল। আশা করেছিল মালেক কিংবা জিনিয়ার কাছ থেকে কিছু একটা আসবে। জিনিয়ার রাগ হলে সে কথাবার্তা বন্ধ করে দিয়ে ইমেইল করে। আবার একটা ফোন দেবে? আগের মেসেজগুলো তো নিশ্চয় পেয়েছে। ইচ্ছে করে উত্তর দেয় নি। খুব তেজ দেখান হচ্ছে। জিনিয়াকে একটা টেক্সট মেসেজ পাঠাল। 'দেখা করবি না?'

তাকে অবাক করে দিয়ে প্রায় সাথে সাথেই জবাব এল, 'আজ সন্ধ্যায়। এপলবিসে। মালেকও আসবে।'

'সন্ধ্যায় কখন?'

'সাতটা। এজাক্সের এপলবিসে। দেরী কর না। আমার অন্য কাজ আছে।'

'আমার ফোন ধরিস নি কেন?'

'আমার ইচ্ছা।'

চেপে গেল মিজান। ক্ষেপিয়ে দিয়ে লাভ নেই। আবার মত পালটে ফেলবে। কেমন খেয়ালী মেয়ে! আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছে রাতে দেখা করবে। মিজানকে কিছু জানায় নি। শেষ মুহুর্তে বলত। জানে মিজান সব কাজ কর্ম ফেলে দৌড় দেবে। বাবাকে হাড়ে হাড়ে চেনে মেয়েটা।

রহমতকে একটা ফোন দিতে পারলে ভালো হত কিন্তু জুলেখার উপস্থিতিতে সাহস হল না। সে নিঃশব্দে চলাফেরা করে। কোথাও নিরাপদ নয়। রহমতকে একটা টেক্সট করল। সন্ধ্যা সাতটায় এপলবিসে থাকতে বলল। জানে, দুনিয়ার তাবৎ কাজ থাকলেও আসবে রহমত। মালেক এবং জিনিয়াকে নিজের ছেলেমেয়ের মত দেখে সে। তাছাড়া মাথার মধ্যে কিছু একটা ঢুকলে, সেটার শেষ না দেখা পর্যন্ত কিছুতেই ছাড়তে পারে না।

দুপুরে মাইকের জন্য লাঞ্চের ব্যবস্থা করল জুলেখা। মুর্গীর রোস্ট করেছিল। সাথে ভাত এবং আলু। সে নিজেই গিয়ে মাইককে ডেকে নিয়ে এসেছে। মিজান নীচে নেমে দেখল ডাইনিং টেবিলে খাবার সাজান। মাইক ভদ্রছেলের মত বসে তার জন্য অপেক্ষা করছে। অভাবনীয় দৃশ্য। মুখোমুখি বসল দু'জন। জুলেখা তাদের সাথে বসল না। সে দুপুরে নাকি কিছু খায় না। দু'জনে নীরবে খেল ওরা। কথাবার্তা বলতে গিয়ে আবার কোন সমস্যায় পড়বে।

খাওয়া শেষ হতে মাইককে এক কাপ কফি বানিয়ে দিল জুলেখা। কফি নিয়ে আবার কাজে ফিরে গেল সে। মিজান তার পিছু নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। গাছটার ব্যবস্থা প্রায় করে ফেলেছে মাইক। আর হয়ত ঘন্টা খানেক লাগবে। "ছাদটা আজকে একটু দেখবে নাকি?" জানতে চাইল মিজান।

"দেখা যায়। তোমার লম্বা মইটা এখনও আছে তো?" মাইক কফিতে চুমুক দিতে দিতে বলল।

"আছে। মন হয় বেসমেন্টে নিয়ে রেখেছিলাম। তোমার শরীর এখন ভালো তো? পেটের কি অবস্থা?"

"ভালো," বিড়বিড়িয়ে বলল মাইক। "ঐ কথা তুলো না। তোমার বউ মানুষ ভালো। আমাকে কেউ লাঞ্চ খাওয়ায় না। কফিটাও খুব মজা হয়েছে।"

মানুষের কি দোষ? একটা মাতাল, ভবঘুরেকে কে পাত্তা দেবে? নায়লাও তাকে খুব একটা পছন্দ করত না। বলত, 'শরীর থেকে সারাক্ষন ভুরভুর করে মদের গন্ধ বের হচ্ছে। অসহ্য!' চা কফি সে কখন দেয় নি তা নয়, কিন্তু নিজের হাতে নয়। মিজানকে দিতে হয়েছে। পারতপক্ষে সে মাইকের সাথে কথাবার্তা প্রায় বলতই না। তার নাকি ভয় করত।

ছাদটা টিলার মত। মাঝখানে উঁচু, কিনারে নীচু। তুষার যেন স্বাচ্ছন্দ্যে গলে নীচে পড়তে পারে সেই জন্য এভাবে তৈরী করা হয়। কিনারেই কম করে হলেও ত্রিশ ফুট উঁচু। গাছটার ব্যাবস্থা করে বেসমেন্ট থেকে মইটা নিয়ে এল মাইক। একটা যুতসই জায়গা দেখে ছাদের সাথে ঠেস দিয়ে বসাল। তার নাকি রাতে একটা পার্টি আছে। সেই জন্য সে তাড়াহুড়া করছে। আজ শুধু দেখে যাবে। যদি এখুনিই মেরামত করাটা দরকারী হয়ে থাকে, তাহলে সে জিনিষপত্র কিনে সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে আসবে। মিজান নীচে দাঁড়িয়ে মইটাকে শক্ত করে ধরে আছে। মাইক নির্ভয়ে তর তর করে উপরে উঠে যাচ্ছে। ছোট বেলা থেকেই এই জাতীয় কাজ করে আসছে, তার খুব একটা ভয় টয় নেই। কিন্তু মিজানের সব সময় ভয় হয় এই বুঝি লোকটা হুড়মুড় করে মাটিতে এসে পড়ে। এতো উপর থেকে পড়লে মানুষ মারা পর্যন্ত যেতে পারে। ছাদ মিস্ত্রীরা নিরাপত্তার জন্য হার্নেস ব্যবহার করে। মাইককে অনেকবার বলেছে মিজান হার্নেস ব্যবহার করতে। সে কখনই কান দেয় না। এসব নাকি তার কাছে দুধ ভাত।

হামাগুড়ি দিয়ে ঢালু ছাদের উপর ঘুরে ঘুরে দেখছে মাইক। নীচে দাঁড়িয়ে মিজানের বুক ধুক পুক করছে। যেমন হেলায় ফেলায় নড়াচড়া করছে ব্যাটা, হঠাৎ পা পিছলে গেলে অবাক হবার কিছু নেই। তার বাড়ীতে কাজ করতে এসে মাইকের কোন ক্ষতি হলে সে নিজেকে ক্ষমা করতে পারবে না।

"কেমন দেখছ?" নীচ থেকে গলা উঁচিয়ে জানতে চাইল মিজান।
"যত খারাপ ভেবেছিলে তত খারাপ না," উপর থেকে চেঁচিয়ে বলল মাইক। "আরোও বছর তিন চার চলবে। দুই তিন জায়গায় একটু জোড়াতালি দিতে হবে। কয়েক ঘন্টার কাজ। এখন না করলেও অসুবিধা নেই। আগামী বছরও করতে পারো।"
"এই বছরই করে দাও। শীতকালে আবার পানি চুইয়ে পড়লে বিশাল সমস্যা হবে।"
জুলেখা কখন তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে খেয়াল করে নি মিজান। "ও পড়ে যাবে না?" তার কণ্ঠস্বর শুনে চমকে পেছনে তাকাল মিজান। মাথা নাড়ল। "পড়বে না। সবসময় করে। যদিও আমার ভয় হয়।"
"পড়ে গেলে কি মরে যাবে?" জুলেখা কৌতূহলী কণ্ঠে জানতে চাইল।
উত্তর দেবার আগে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকে পরখ করল মিজান। "বেকায়দায় পড়লে খুব খারাপ অবস্থা হতে পারে।"
"ফেলে দেব? মরবে না।" জুলেখার দু' চোখে দুষ্টুমি।
প্রমাদ গুনল মিজান। কি বলছে জুলেখা? তাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে?
খিল খিল করে হাসছে জুলেখা। "আমি ওকে ফেলে দিতে পারি। কিন্তু ফেলব না। আপনাকে একটু ভয় পাইয়ে দিচ্ছিলাম। এতো ভয় কেন আপনার?"
মিজান কোন উত্তর দেয় না, ভয়ে ভয়ে উপরে ছাদের দিকে তাকায়। মাইককে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ে চড়ার মত করে হাতে পায়ে ভর দিয়ে উপরে উঠছে। "মাইক, যথেষ্ট হয়েছে। নীচে নেমে এসো।"
"ওপাশটা দেখা হয় নি এখনও," মাইক চীৎকার করে বলল।
"লাগবে না। নেমে এসো।" মিজানের কণ্ঠে আর্তি। জুলেখার আচরণ তার কাছে ভালো লাগছে না। তার বাড়ীতে মাইকের কোন ক্ষতি সে হতে দেবে না।
"কেন?" মাইক থমকে দাঁড়িয়ে গলা বাঁকিয়ে জানতে চাইল। তার কণ্ঠে বিস্ময়। মিজান উত্তর দেবার আগেই দুর্ঘটনাটা ঘটল। হঠাৎ করেই পা পিছলে যেতে শুরু করল মাইকের। দ্রুত নীচু হয়ে দুই হাতে ছাদের উপর নিজের শরীরের ভর দিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করবার চেষ্টা করল সে কিন্তু খুব একটা লাভ হল না। তার ভারী শরীর পিছলে নীচে নেমে আসছে। বিপদের গুরুত্বটা বুঝতে পেরে মাইক এবার শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে হাতের কাছে যা পাচ্ছে চেপে ধরে পতন ঠেকানোর চেষ্টা করছে, গতি সামান্য কমলেও বন্ধ হল না। মিজানের শরীর হীম হয়ে এলো। আর বড়জোর ফুট পনের, তারপরই সোজা নীচের মাটিতে আছড়ে পড়বে মাইক, কম করে হলেও পঁচিশ ফুট। যদি বেঁচেও যায় মারাত্বকভাবে আহত হতে পারে। সে চীৎকার করে উঠল, "মাইক!"
মাইক গোঙ্গানীর মত একটা শব্দ করল। একই গতিতে পিছলে পড়ছে সে, নিজেকে থামাতে পারছে না। মিজান মইটাকে সরিয়ে তার পতনের পথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে গিয়ে বুঝল, এতো অল্প সময়ে এই বিশাল মই সরান অসম্ভব। মই ছেড়ে দিয়ে সে দৌড়ে মাইকের নীচে চলে এলো। তাকে অনুসরণ করে তার পেছনে চলে এলো জুলেখা। এক হাতে তার বাহু চেপে ধরে টান দিয়ে মাটিতে ছুড়ে ফেলল।
"আপনার মাথা খারাপ হয়েছে? ও আপনার উপরে পড়লে আপনি বাঁচবেন?" তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ভর্তসনা করল।

মিজান উপরের দিকে তাকিয়ে দেখল মাইক তখনও পড়ছে, একেবারে কিনারে চলে এসেছে সে, বড়জোর ফুট পাঁচেক। হঠাৎ করেই তার পতন বন্ধ হয়ে গেল। উপুড় হয়ে ঢালু ছাদের উপর হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে মাইক। নড়তেও ভয় পাচ্ছে। ঠিক কেন থেমে গেছে বোধহয় নিজেও বুঝতে পারছে না।

মিজানের দিকে ফিরল জুলেখা, "মইটা এনে দেন। একটু খেলা করছিলাম। কিচ্ছু বোঝেন না।"

লাফিয়ে মাটি থেকে উঠল মিজান। "মাইক, ঠিক আছো?"

মাইক চাঁপা স্বরে বলল, "হ্যাঁ। পা পিছলে গিয়েছিল।"

"ওখানেই থাক। আমি মইটা আনছি।"

মিজান মইটা না নিয়ে আসা পর্যন্ত সেখানে থাকল জুলেখা, যদিও হাত লাগাল না। মাইক মই বেয়ে নীচে নেমে আসছে দেখার পর সে ভেতরে চলে গেল। তার মুখের মুচকি হাসিটা নজর এড়ালো না মিজানের। এটা কি সম্ভব?

মাইক দ্রুত নীচে নেমে এলো। তার মুখ লাল হয়ে আছে। বোঝা গেল সে খানিকটা হলেও ভয় পেয়েছে। ঘাসের উপর চীৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। "জীবনে এই রকম কখন হয় নি আমার। বয়েস হয়ে যাচ্ছে।"

"তোমাকে কতদিন বলেছি হার্নেস ব্যাবহার করতে!" মিজান রাগ দেখাল।

জুলেখার গমন পথের দিকে তাকিয়ে মাইক নীচু গলায় বলল, "তোমার বউ আমাকে বাঁচিয়েছে, তাই না? ওর মধ্যে বিশেষ কোন ক্ষমতা আছে। সে না থাকলে আজকে আমি নির্ঘাত ওপারে চলে যেতাম। সে মনে হয় ফেরেশতা জাতীয় কিছু।"

মিজান গলা নামিয়ে বলল, "মাইক, তুমি কিন্তু কাউকে এসব নিয়ে কিছু বল না। ঠিক আছে?"

এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল মাইক। "আমার জীবন বাঁচিয়েছে তোমার বউ। তার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। আমার মুখ থেকে কোন কথা বের হবে না। আমার হয়ে তাকে ধন্যবাদ দিও। আমার কথা তো সে কিছুই বোঝে না।"

তার পাশে মাটিতে বসে পড়ে মিজান। তার নিজেরও অনেক ক্লান্ত লাগছে। বুকের মধ্যে এখনও হাতুড়ীর বাড়ি পড়ছে। মাইকের অনুরোধে নীরবে মাথা দোলাল, কিছু বলল না।